আলমডাঙ্গায় ভাইয়ের জমিতে জোরপূর্বক বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ উপেক্ষা করে পৈতৃক ভিটায় জোরপূর্বক বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার ভাংবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম আজিল বক্স (৬৬)। তিনি তাঁর সহোদর ফজলুল হকের (৬৪), বৈধ মালিকানাধীন জমি জবরদখল করে নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

আদালতের নোটিশ জারির পরেও থামেনি নির্মাণ। আইনের প্রতি এই সুস্পষ্ট বৃদ্ধাঙ্গুলি এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করেছে।

ভূমি রেকর্ড সূত্রে ও স্থানীয়দের বরাত দিয়ে জানা গেছে, আলমডাঙ্গা মৌজা-৪ নং নগরবোয়ালিয়ার ভাংবাড়িয়া গ্রামের মরহুম ওফাতুল্লা মণ্ডলের সাত সন্তানের মধ্যে জমিজমার বিরোধ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। মরহুমের পুত্র ফজলুল হক (৬৪), পিতার ওয়ারিশ সূত্রে ১৩৬ খতিয়ানের ৩৭১০ দাগে ০.০৪৬৫ (একর) জমির আইনি অধিকারী। এ ছাড়া তিনি ১৯৯৮ সালের (১ মার্চ) মরহুম সাজেদুল আলম মল্লিকের ওয়ারিশগণের কাছ থেকে একই মৌজার- ৩৩৭ খতিয়ানের ৩৭০৯ দাগে ০.০৬ (একর) জমি ক্রয় করেন। দুটি জমি পাশাপাশি অবস্থিত হওয়ায় ফজলুল হক দীর্ঘকাল ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে উভয় অংশে দখলে ছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ করেই তাঁর সহোদর আজিল বক্স সেই জমিতে জোরপূর্বক ঢুকে পড়েন এবং উচ্ছেদ করে বাড়ি নির্মাণ শুরু করেন। ফজলুলের বৈধ দখল ও মালিকানাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলতে থাকে জোরপূর্বক নির্মাণকাজ।

আদালতের নির্দেশও মানছে না অভিযুক্ত। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে মো. ফজলুল হক আদালতের দ্বারস্থ হন। গত (২৩-এপ্রিল ২০২৬), তারিখে আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির-১৪৫(১), ধারায় নোটিশ জারি করে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার কড়া নির্দেশ দেন। সেই নোটিশ যথাযথভাবে হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পে প্রেরণ করা হয়। তবু থামেননি আজিল বক্স। আদালতের

নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তিনি ও তাঁর পুত্রেরা নির্মাণকাজ অব্যাহত রেখেছেন।

ক্ষোভ ও হতাশায় ভুক্তভোগী ফজলুল হক বলেন , আমার ওয়ারিশ সূত্রে পাওনা ও ক্রয়কৃত জমিতে আমার ভাই আজিল বক্স ও তার ছেলেরা জোরপূর্বক বাড়ি তুলছে। আদালতের নোটিশ পুলিশ ক্যাম্পে জমা দেওয়ার পরেও তারা কাজ বন্ধ করেনি। এখন প্রশাসনের কাছে আবেদন জানাচ্ছি নির্মাণকাজ অবিলম্বে বন্ধ করে আইনি মীমাংসার ব্যবস্থা করা হোক।

এ বিষয়ে হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পে যোগাযোগ করা হলে সংশ্লিষ্টরা আলমডাঙ্গা থানায় যোগাযোগের পরামর্শ দেন। আদালতের নোটিশ হাতে পেয়েও কেন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি সে প্রশ্ন এখন এলাকাবাসীর মুখে মুখে।

সচেতনমহল বলছেন, সংশ্লিষ্ট প্রশাসন নীরব থাকলে বিরোধ আরও জটিল আকার ধারণ করতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।

নানা সংকটের মধ্যে চলছে হরিণাকুন্ডু হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা

নানা সংকটের কারণে ব্যাহত হচ্ছে ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্যসেবা। চিকিৎসক ও জনবল সংকট, ওষুধের ঘাটতি এবং চিকিৎসকদের অনুপস্থিতির কারণে কাক্সিক্ষত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা রোগীরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চিকিৎসক সংকটের কারণে দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার বন্ধ রয়েছে। এক্স-রে মেশিন চালু থাকলেও নানা অজুহাতে তা সচল থাকে না নিয়মিত। পাশাপাশি প্যাথলজি পরীক্ষাও ঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না। এমনকি পদায়ন থাকা সত্ত্বেও অনেক চিকিৎসক হাসপাতালে যান না বলে অভিযোগ রয়েছে।

উপজেলার দুর্লভপুর গ্রামে বাসিন্দা রহিম উদ্দিন বলেন, সকাল থেকে হাসপাতালে বসে আছি, কিন্তু এখনো ডাক্তার দেখাতে পারিনি।

আমরা গরিব মানুষ, বারবার শহরে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়া সম্ভব না। এখানে ঠিকমতো সেবা পেলে আমাদের অনেক উপকার হতো।

হরিশপুর গ্রামে সালমা খাতুন বলেন, আমার বাচ্চাকে নিয়ে অনেক দূর থেকে এসেছি। ডাক্তার না থাকায় ঠিকভাবে চিকিৎসা পাচ্ছি না।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বেসরকারি ক্লিনিকে যেতে হয়, যেখানে খরচ অনেক বেশি। এর আগেরদিন হাসপাতালে আসছিলাম। ডাক্তার এক্সরে করতে দিয়েছিলো। হাসপাতালে নাকি হয় না তাই বাইরে থেকে করতে হয়েছিলো।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. আলমগীর হোসেন বলেন, জনবল সঙ্কট আছে অজ্ঞান করা ডাক্তারসহ কিছু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্কট আছে তার পরেও সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এক্◌্র-রে মেশিন ঠিক আছে, তবে মাঝে মাঝে যান্ত্রিক ত্রুটি থাকলে সমস্যা হতে পারে তবে আমরা যারা আছি সর্বোচ্চ আন্তরিকতা এবং শ্রমদিয়ে সেবার মান সর্বাধিক দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা. মো. কামরুজ্জামান বলেন, হাসপাতালে যে ৩ জন চিকিৎসক ঠিক মত আসেন না তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি হাসপাতালের সেবার মান বৃদ্ধিতে।

উল্লেখ্য, হরিণাকুন্ডু উপজেলার প্রায় আড়াই লাখ মানুষের চিকিৎসাসেবার জন্য ২০০৫ সালে হাসপাতালটি ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। এখানে অনুমোদিত ৩৩জন ডাক্তারের পোষ্ট থাকলেও ২২জন কর্মরত আছেন এবং মোট ১৬৭ জন জনবলের বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত আছেন মাত্র ৯৯ জন। প্রতি মাসে প্রায় ১৩ হাজারের বেশি রোগী এই হাসপাতাল থেকে সেবা নিচ্ছেন।

দর্শনায় আঁখের রোগ ও পোকা দমন অভিযানের উদ্বোধন

দর্শনা কেরু চিনিকলের আওতায় ২০২৫-২৬ রোপন মৌসুমে আঁখের একর প্রতি ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তঃ প্ররিচর্য়াসহ আঁখের রোগ ও পোকা দমন অভিযানের উদ্বোধন করেন কেরুজ ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

শনিবার সকাল ১০টায় মিলগেট (পশ্চিম) সাবজোনের ২৪ নং ইউনিটের অধিনে গোবিন্দপুর মাঠে লিপু শাহের জমি থেকে একর প্রতি ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তঃ প্ররিচর্য়াসহ আঁখের রোগ ও পোকা দমন ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে।

পোকা দমন ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠানে কেরু চিনিকলের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, এখন আঁখের পরিচর্যা ও যত্ন নেওয়ার উপযুক্ত সময় চলছে। আঁখের পোকা দমন ও নিয়মানুযায়ী জমিতের প্রয়োগ করতে হবে এবং কোন পোকার আক্রমন না হয়। সে বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে, তাহলে আঁখের ভাল ফলন করা সম্ভব হবে।

এ ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, কেরুজ মিলের মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) মোহাম্মদ আশরাফুল আলম ভুইয়া, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের ডিজিএম মাহবুবুর রহমান, (পশ্চিম) সাবজোনের ২৪ নং ইউনিটের সাবজোন প্রধান মোস্তাহিদুল ইসলাম, মোঃ ওয়েসকরনী ও জমির মালিক লিপু শাহ ও স্থানীয় কৃষকরা।

চুয়াডাঙ্গায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু,হাসপাতালে ভর্তি ১৪

চুয়াডাঙ্গায় হামে আক্রান্ত হয়ে আমির হামজা (৮ মাস) নামে আরও এক

শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন কুড়ালগাছি গ্রামের ইব্রাহীমের ছেলে।

শনিবার (২ মে) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এর আগে গত ২৪ এপ্রিল হুমাইরা (৯ মাস) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছিল চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে হামে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ১৭ জন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে ৩ জন ছাড়পত্র নিয়েছেন। এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন ১৪ জন রোগী।

এ পর্যন্ত জেলায় মোট ৭৪ জন হামে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে ৫৮ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। মোট মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। আজকের এই মৃত্যুসহ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টদের মধ্যে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল কর্মকর্তা (আরএমও) নাজমুস সাকিব বলেন, হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হওয়া শিশু রোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। নিয়মিত চিকিৎসায় অনেকে সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরেছে।

তিনি আরও বলেন, পর্যাপ্ত স্থানসংকুলানের অভাবে নতুন করে বৃহৎ পরিসরে আইসোলেশন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বর্তমানে হাসপাতালে ১৪ জন রোগী ভর্তি রয়েছে

দর্শনায় ২টি রাস্তা নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

দর্শনার আকন্দবাড়িয়া ও রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামে ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা ব্যয়ে ২টি রাস্তা নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) বাস্তবায়নে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টার মধ্যে এ উদ্বোধন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য রুহুল আমিন আনুষ্ঠানিকভাবে নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকৃত সড়ক দুটি হলো দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া আবাসন প্রকল্প থেকে শৈলমারী বিলের ধার পর্যন্ত ১ হাজার ২৫০ মিটার এবং আকন্দবাড়িয়া থেকে রাঙ্গিয়ারপোতা সড়কের ৭৫০ মিটার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমপি রুহুল আমিন বলেন, “আমি এমপি হওয়ার পর প্রথমবার দর্শনায় রাস্তার কাজের উদ্বোধন করলাম। আমার নির্বাচনী এলাকার একটি রাস্তাও কাঁচা থাকবে না এই লক্ষ্য নিয়েই কাজ করে যাচ্ছি। জনগণের উন্নয়নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।” তিনি আরও বলেন, কোনো ধরনের অনিয়ম বা কাজে গাফিলতি সহ্য করা হবে না।

তিনি উল্লেখ করেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসন একটি কৃষিপ্রধান এলাকা। এ অঞ্চলের সড়ক, সেতু ও কালভার্ট উন্নয়ন হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে এবং কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাত করতে পারবেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা এলজিইডির প্রকৌশলী আখতার হোসেন, জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি ও উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, দর্শনা পৌর আমির সাহিকুল ইসলাম অপু, রফিকুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম, মতিয়ার রহমান, আক্কাছ আলীসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

দর্শনায় বন্য খরগোশ শিকার, ৪ জনকে ১০ দিনের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় বন্য খরগোশ শিকার ও হত্যার দায়ে ৪ জনকে ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলার সাধুহাটি গ্রামের মনোরঞ্জন বিশ্বাসের ছেলে উজ্জ্বল কুমার বিশ্বাস, একই উপজেলার এনায়েতপুর গ্রামের মৃত তোয়াজ আলীর ছেলে সাদগার আলী, সাধুমণ্ডলের ছেলে শুকুমার মণ্ডল এবং মোহন কুমার বিশ্বাসের ছেলে সুধাংশু কুমার বিশ্বাস।

অভিযানকালে ১১টি বন্য খরগোশ উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে ৫টি জীবিত এবং ৬টি মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল ইসলাম। জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিকেলে বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ অ্যান্ড নেচার ইনিশিয়েটিভের সভাপতি ও বড় সলুয়া নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজের প্রাণিবিদ্যার প্রভাষক আহসান হাবীব শিপলুর কাছে খবর আসে যে, তিতুদহ ইউনিয়নের দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানির মাঠে ১৬ সদস্যের একটি শিকারি দল বন্য খরগোশ শিকার করছে।

খবর পেয়ে সংগঠনের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টির সত্যতা পান এবং তাৎক্ষণিকভাবে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা বন কর্মকর্তা আবুল খায়ের আতা এলাহীকে অবহিত করেন। এ সময় তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে অধিকাংশ শিকারি পালিয়ে গেলেও ৪ জনকে আটক করা হয়।

পরে বন বিভাগ ও উপজেলা প্রশাসন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণী শিকারের অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে প্রত্যেককে ১০ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করে। জীবিত উদ্ধার হওয়া ৫টি খরগোশকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে প্রাকৃতিক আবাসস্থলে অবমুক্ত করা হয়।

এ সময় তিতুদহ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জসহ পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ওয়াইল্ডলাইফ অ্যান্ড নেচার ইনিশিয়েটিভের সভাপতি বলেন, বন্যপ্রাণী হত্যা, ক্রয়-বিক্রয়, পাচার বা আটক করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। কেরু অ্যান্ড কোম্পানির মাঠে বন্য খরগোশের উপস্থিতি এ এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের সংগঠন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হলে এ ধরনের অপরাধ অনেকাংশে কমে আসবে।

এ সময় সংগঠনের সদস্য হাসানুজ্জামান রিগান, বায়জিদ, রিয়াজ উদ্দীন, সাহাবুলসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তারা এ উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

আলমডাঙ্গায় খাদিমপুর ইউপি চেয়ারম্যানের যোগদান ঘিরে সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোজাহিদুর রহমান জোয়ার্দার লোটাসের যোগদানকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, পূর্বে বরখাস্ত হওয়া চেয়ারম্যান মোজাহিদুর রহমান জোয়ার্দার লোটাস হাইকোর্টের আদেশ ও জেলা প্রশাসকের নির্দেশনার পর পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণের জন্য পরিষদে আসেন। এ সময় স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা তার পুনঃযোগদানের বিরোধিতা করে পরিষদে প্রবেশে বাধা দেন।

এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি হয়, যা পরে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষে রূপ নেয়। এক পর্যায়ে চেয়ারম্যান লোটাসের সমর্থনে কয়েকশ গ্রামবাসী লাঠিসোটা নিয়ে ঘটনাস্থলে জড়ো হলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি ও মারধরের ঘটনায় কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিএনপির নেতাকর্মীরা আলমডাঙ্গার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল করেন। মিছিল চলাকালে উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিকা ও নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিপুলের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এতে তারা গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

দর্শনা-গেদে চেকপোস্ট তিন দিন বন্ধ থাকার পর উন্মুক্ত

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলায় বিধানসভা নির্বাচনের কারণে দর্শনা আন্তর্জাতিক গেদে চেকপোস্ট তিন দিন বন্ধ থাকার পর আজ বৃহস্পতিবার পুনরায় চালু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬টায় জেলার দর্শনা জয়নগর ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্টধারী যাত্রী চলাচল শুরু হয়।

গত সোমবার (২৭ এপ্রিল) সকাল থেকে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়েছিল। গত বুধবার (২৯ এপ্রিল) সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এ আদেশ বলবৎ ছিল। তবে এই সময়ে বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকরা স্বদেশে ফিরে যেতে পেরেছেন এবং অতি জরুরি চিকিৎসা সেবার জন্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে যেতে পারবে বলেও নিষেধাজ্ঞার প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।

দর্শনা জয়নগর ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ইনচার্জ এসআই তুহিন বলেন, “ভারতের নদিয়া জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ড. শ্রীকান্ত পল্লীর প্রজ্ঞাপনের আদেশেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চেকপোস্টের কার্যক্রম আবার স্বাভাবিক হয়েছে।”

তবে আগামী ৬ এপ্রিল বাংলাদেশিদের জন্য টুরিস্ট ভিসা চালু হবে বলে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন।

মুজিবনগরগামী যাত্রীবাহী বাসের দামুড়হুদায় দুর্ঘটনা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থাকা একটি দোকানে ঢুকে পড়েছে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) ভোরে কুয়াকাটা থেকে মুজিবনগরগামী নিউ মডার্ন পরিবহনের একটি বাস দামুড়হুদার জয়রামপুর কাঁঠালতলা এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারায়। একপর্যায়ে বাসটি সড়কের পাশে থাকা একটি দোকানে গিয়ে আঘাত হানে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনার সময় বাসে থাকা সব যাত্রী অক্ষত রয়েছেন, যা বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার ইঙ্গিত দেয়। তবে দোকানটির কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে অভিযোগ উঠেছে, দুর্ঘটনার সময় বাসটির হেলপার গাড়ি চালাচ্ছিলেন, যা দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হতে পারে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গায় ডিএনসির অভিযানে ৮ জন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর ও আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি) অভিযান চালিয়ে ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে।

বুধবার পরিচালিত এ অভিযানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামের মোঃ বিশারত আলী (৩৮) ও নওদাবন্ডবিল গ্রামের মোঃ কলম (৫০) মাদক সেবনের অপরাধে প্রত্যেকে ১ মাসের কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা করে জরিমানা পান।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার গোহাট সংলগ্ন ফকিরপাড়ার মোঃ নুর আলমের (৩২) কাছ থেকে ১ পিস ইয়াবা উদ্ধার হওয়ায় তাকে ১ বছরের কারাদণ্ড ও ৩ হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

গোপীনাথপুর গ্রামের মোঃ ফিরোজের (৩০) কাছ থেকে ৮ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার হওয়ায় তাকে ১ বছরের কারাদণ্ড ও ৩ হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

বলরামপুর গ্রামের মোঃ সোহাগ হোসেনের (৩৩) কাছ থেকে ২ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট এবং মোহাম্মদপুর গ্রামের মোঃ সোহাগ ইসলামের (২১)কাছ থেকে ১ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার হওয়ায় উভয়কে একই সাজা প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পামপাড়া স্কুলপাড়ার মোঃ আশাদুল হকের
(৫০) কাছ থেকে ১ পিস বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন উদ্ধার হওয়ায় তাকে ৩ মাসের কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

একই উপজেলার সুমিরদিয়া কলোনিপাড়ার মোঃ তুহিনের (২৫) কাছ থেকে ৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হওয়ায় তাকে ৭ দিনের কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আব্দুল্লাহ আল শামীম ও এস এম আশিস মোমতাজ।

অভিযান শেষে তারা জানান, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং সমাজ থেকে মাদক নির্মূলে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।